খ্রীস্টবিশ্বাসীর ক্লেশভোগ

(Suffering of Christian)

আদিপুস্তক ৪০ অধ্যায় ৯-২৩ পদ

খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের জীবনে প্রতিকূল পরিস্থিতি যখন দীর্ঘস্থায়ী হয়, তখন আমাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়ে থাকে? মনে মনে আমরা অবশ্যই পরিস্থিতির পরিবর্তন আশা করে থাকি। কিন্তু সেই আশা যখন দীর্ঘকালের জন্য অপূর্ণ থেকে যায়, তখন আমরা কী করি? আমরা সাধারণত যে প্রশ্ন করে থাকি, তা হল, *"ঈশ্বর, তুমি কী করছ, এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে তুমি কেন এত দেরি করছ?"* যে বিষয়টা আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারি না, তা হল, তিনি যখন খুবই সহজে ও তাড়াতাড়ি আমাদের সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে পারেন, তখন তাঁর মতো প্রেমময় ও সার্বভৌম ঈশ্বর কেন এমন কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের রেখে দেন? যাইহোক, আজ আমরা আদিপুস্তক ৪০ অধ্যায় পাঠ করেছি, আর এখানে আমরা যোষেফকে সেই কারাগারের কষ্ট ক্রমশ ভোগ করতে দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য আমরা জানি, ঈশ্বর যোষেফের এই কারাগারবাসকে ব্যবহার করেই আগামী দিনে তাকে ফরৌণের কাছে উপস্থিত করবেন এবং সমগ্র মিসরের উপর তাকে ক্ষমতা দেবেন। আর এই কাজে ঈশ্বর যে বিষয়কে ব্যবহার করতে চলেছেন, তা হল, স্বপ্ন। হ্যাঁ, যে স্বপ্ন দেখার কারণে আজ যোষেফকে এমন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে, সেই স্বপ্নকেই ব্যবহার করে ঈশ্বর যোষেফকে তার থেকে উদ্ধার করতে চলেছেন। কারণ, যোষেফের দাদারা তার সেই কোটের জন্য তাকে যতখানি ঘৃণা করেছে, তার থেকে তারা তাকে অনেক বেশি ঘৃণা করেছে, তার সেই দুটি স্বপ্ন দেখার কারণে (৩৭:৫-১১)। তাই, যোষেফকে দূর থেকে আসতে দেখে, তার দাদার যখন তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল, তখন তারা একে অন্যকে এমন কথা বলেছিল, ***"এস, আমরা ওকে বধ করে একটা গর্তে ফেলে দিই, পরে বলব, কোনও হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলেছে, তাতে দেখব, ওর স্বপ্নের কী হয়?"*** (৩৭:২০)।

এই অধ্যায়ে, ফরৌণের পানপাত্রবাহক ও তার রুটি প্রস্তুতকারী একটি করে স্বপ্ন দেখেছে এবং যোষেফ ঈশ্বরের সাহায্যে তাদের সেই স্বপ্নের অর্থ বর্ণনা করেছে। এই দুইজন ব্যক্তি ফরৌণের খুবই উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল, কারণ তারা রাজার খুবই কাছের মানুষ ছিল। এদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রাক্ষারস ও রুটি রাজা গ্রহণ করতেন। তাই রাজার প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। কিন্তু ১ পদে বলা হয়েছে, *"... **নিজেদের প্রভু মিসররাজের বিরুদ্ধে দোষ করল।**"* এখন তারা কী দোষ করেছিল, তা যদিও স্পষ্ট করে এখানে উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু তাদের জীবিকার কথা চিন্তা করে, আমরা যে কথা বলতে পারি, তা হল, হয়ত তাদের দ্বারা প্রস্তুত রাজার জন্য দ্রাক্ষারস ও রুটিতে কোনও সমস্যার ইঙ্গিত ছিল (বীষ মাখানো খাদ্য বা পানীয়)। আর তাই, কোনও তদন্ত ছাড়াই তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং সেখান থেকে তারা কবে উদ্ধার পাবে, তা কেউ জানে না। তথাপি ১ পদ অনুসারে, তারা সেখানে নিজেদের দোষের কারণে এসেছে। অন্যদিকে, যোষেফ নিজের কোনও দোষ বা পাপের কারণে নয়, পরিবর্তে তার ধার্মিকতার কারণে সেখানে এসেছে; ঈশ্বর এবং তার মালিকের বিরুদ্ধে কোনও পাপ না করতে চাওয়ায় সে সেখানে এসেছে (৩৯:৯)। সেখানে যোষেফকে সেই সমস্ত দোষীর সঙ্গে একই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে, সে নির্বাক।

ক। সহবন্দিদের প্রতি যোষেফের ব্যবহার: এই দুইজন ব্যক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হওয়ায়, তাদের দেখাশোনার ভার রক্ষক-সেনাপতি যোষেফকে দিয়েছিল। ৬ পদ অনুসারে, যোষেফ একদিন সকালে কাজে এসে তাদের বিষন্ন বদন দেখতে পায়। তা দেখে যোষেফ তাদের প্রশ্ন করে, ***"আজ আপনাদের মুখ বিষন্ন কেন?"*** (৭ পদ)। এই ছোট প্রশ্নের মধ্যে আমরা সহবন্দিদের প্রতি **যোষেফের সেই ব্যবহারকে দেখতে পাচ্ছি, যা আমাদের অবাক করে**। আমরা যখন আশাহত হই এবং আমাদের কষ্ট যখন দীর্ঘস্থায়ী হয়, তখন আমরা অন্যদের দিকে নজর দিই না। কিন্তু যোষেফকে আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার করতে দেখছি। এরা দু'জন ছিল মিসরীয়, যোষেফের স্বজাতিও

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ছিল না, যোষেফ তাদের প্রতি কোনও বন্ধনে আবদ্ধ ছিল না। যোষেফ নির্দ্বিধায় তাদের সেই বিষন্নতাকে উপেক্ষা করতে পারত। কিন্তু যোষেফ তা করেনি, সে তাদের সাহায্য করার ইচ্ছায়, তাদের বিষন্নতার কারণ জানতে চেয়েছে।

যাইহোক, যোষেফের প্রশ্ন শুনে, সেই পানপাত্রবাহক ও রুটি প্রস্তুতকারী তাকে উত্তর দেয়, ***"আমরা স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু অর্থকারক কেউ নেই"*** (৮ পদ)। প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের *(Ancient Near East)* সংস্কৃতিতে স্বপ্ন দেখা ও তার অর্থ বর্ণনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেখানে প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞান থাকে না, সেখানকার মানুষরা বিভিন্ন অশুভ-লক্ষণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। আর তাই, ঈশ্বর অনেক সময় তাঁর বার্তাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে স্বপ্নকে ব্যবহার করেছেন। তাঁর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ প্রজাদের পাশাপাশি অবিশ্বাসীদের কাছেও তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। অবিশ্বাসী অবিমেলক (আদি ২০:৬-৭), ফরৌণ (আদি ৪১:১-৮), নবূখদ্‌নিৎসরকে (দানিয়েল ২:১) যেমন তিনি স্বপ্নের দ্বারা বার্তা দিয়েছেন, একইভাবে, বিশ্বাসী যোষেফ (আদি ৩৭:৫-১১), শলোমন (১রাজা ৩:৫-৯), মরিয়মের স্বামী যোষেফকেও (মথি ১:২০; ২:১৯) তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন।

মিসরের সংস্কৃতিতে স্বপ্নকে আগামী বিপর্যয়ের পূর্বভাষ হিসাবে চিন্তা করা হত। তাই তারা সবসময় সেই স্বপ্নের সঠিক অর্থ জেনে সেই বিপর্যয়ের মুকাবিলা করতে ইচ্ছা করত। রাজার পানপাত্রবাহক ও রুটিপ্রস্তুতকারীও তাই স্বপ্ন দেখে খুবই চিন্তিত। স্বপ্ন দেখার কারণে, তারা বুঝতে পারছে যে তাদের জীবনে কোনও বিপর্যয় আসতে চলেছে, কিন্তু তা মুকবিলা করার কোনও উপায় তাদের কাছে নেই। কারণ সেই জেলের মধ্যে স্বপ্নের অর্থকারককে তারা কীভাবে পাবে? তাদের এই দুশ্চিন্তার কথা শুনে, যোষেফ তাদের বলে, ***"অর্থ করার শক্তি কি ঈশ্বর থেকে হয় না?"*** (৮ পদ)। এর অর্থ, তাদের কোনও প্রশিক্ষিত অর্থকারকের প্রয়োজন নেই, কারণ যে ঈশ্বর আমাদের ভবিষ্যৎ ঠিক করে রেখেছেন, তিনিই পারেন স্বপ্নের সঠিক অর্থ প্রকাশ করতে।

যোষেফের এই কথার মধ্যে আমরা **যোষেফের মধ্যে আরও একটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি, যা আমাদের অবাক করে**। আমাদের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা যখন দীর্ঘস্থায়ী হয়, তখন আমরা সাধারণত ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ছেড়ে দেবার কথা চিন্তা করি। আমরা তা কেন করি, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ঈশ্বর যদি আমাদের প্রার্থনার উত্তর না দেন, আমরা সাধারণত অন্যদের প্রার্থনার উত্তরও আশা করি না। এখন ১৭ বৎসর বয়সে যোষেফ দুটি স্বপ্ন দেখেছে (৩৭:২) কিন্তু প্রায় ১১ বৎসর পার হয়ে গেছে *[*এখন যোষেফের বয়স ২৮, কারণ দুই বৎসর পর (৪১:১:১) ফরৌণের স্বপ্নের অর্থ বর্ণনা করে যোষেফ যখন সমস্ত মিসর দেশের উপর নিযুক্ত হবে, তখন তার বয়স হবে ৩০ (৪১:৪৬)*]*। কিন্তু নিজের স্বপ্ন-পূর্ণতার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত তার চোখে ধরা না পড়া সত্ত্বেও যোষেফ ঈশ্বরের ক্ষমতা ও উত্তমতার বিষয় সন্দেহ করেনি। তার কথায় সেই দৃঢ় নিশ্চয়তা প্রকাশ পেয়েছে যে, ঈশ্বর নিজে তাদের সেই স্বপ্ন দিয়েছেন, এবং তাদের সেই স্বপ্নের দ্বারা ঈশ্বর যে বিষয়ের পূর্বভাষ দিয়েছেন, তা তিনি নিজের ক্ষমতায় পূর্ণ করবেন। হাজার দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও কি আমরা যোষেফের মতো ঈশ্বরের বিশ্বস্ততায় আস্থা রাখি, না কি, তাঁকে অবিশ্বাস করতে শুরু করি, প্রার্থনা বন্ধ করে দিই, ও নিজেদের পরিত্যক্ত জ্ঞান করি?

খ। ঈশ্বরের প্রতি যোষেফের প্রত্যাশা ও বিশ্বাস: আমরা জানি, দাদারা যোষেফকে বিদেশীদের কাছে বিক্রি করেছে, মিথ্যা দোষে দোষী করে যোষেফকে জেলে পাঠানো হয়েছে। তবুও যোষেফ ঈশ্বরের ক্ষমতায় আস্থা রেখেছে। যোষেফের পক্ষে এই কাজ কীভাবে সম্ভব হয়েছিল? এর একমাত্র উত্তর হল: এত পরীক্ষার মধ্যেও, তার প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও তার সঙ্গে ঈশ্বরের সহবর্তীতা। ৩৯ অধ্যায়ে আমরা বারংবার যোষেফের সঙ্গে ঈশ্বরের উপস্থিতির কথা পাঠ করেছি (২, ৩, ২১, ২৩ পদ)। কিন্তু আমরা কী করে থাকি? যখন আমাদের কোনও আশার মুখে ছাই পড়ে, তখনও কি ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আশা ও বিশ্বাস অটুট থাকে? আমার ক্ষেত্রে, আমি বেশিরভাগ সময় বিহ্বল হয়ে পড়ি, চটে যাই। আমার চারপাশের মানুষদের কাছ থেকে আমি সেবা ও ভালোবাসা আশা করি। আর যখনই তারা তা থেকে বিরত হয়, আমি বিরক্তি বা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ক্ষোভ প্রকাশ করি। কেবল তাই নয়, সেই পরিস্থিতির জন্য আমি ঈশ্বরকেও দোষ দিই, তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করি, তাঁকে বলি: *ঈশ্বর, তুমি কী করছ?* কিন্তু তার দ্বারা আমার হৃদয়ই প্রকাশ পায়। আমি মনে মনে যে চিন্তা করি, ত হল, আমার আশা ও স্বপ্ন পূর্ণ করার জন্য এই পৃথিবী আছে; আমার আশাকে বাস্তবায়িত করার দ্বারা আমার গৌরবকীর্তন ও আমায় উপভোগ করতে ঈশ্বর তাঁর অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছেন। আমি মনে করি ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার করতে ও রক্ষা করতে বাধ্য। আর তা যখন না ঘটে, তখন আমি চটে যাই। সেই কষ্টের মধ্যেও যে তিনি আমার সহবর্তী, তা আমি ভুলে যাই।

গ। স্বপ্ন দুটির অর্থ প্রকাশ ও একটি অনুরোধ: যোষেফের কথা শুনে প্রথমে পানপাত্রবাহক তার দেখা স্বপ্নের কথা যোষেফকে শোনায়। ১০-১১ পদে তার স্বপ্নের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, একটি আঙুর গাছে ৩টে শাখা হল, তা পাতা ও ফুলে পূর্ণ হল, শেষে স্তবকে স্তবকে ফল ধরল ও পাকল। পানপাত্রবাহক সেই আঙুর নিয়ে টাট্‌কা দ্রাক্ষারস প্রস্তুত করে রাজাকে খেতে দিল। সেই স্বপ্নের যে অর্থ যোষেফ প্রকাশ করেছিল, তা হল, ৩ দিনের মধ্যে মিসররাজ সেই পানপাত্রবাহককে ক্ষমা করে পুনরায় তার কাজে নিযুক্ত করবেন।

এত ভালো অর্থ শুনে, রুটিপ্রস্তুতকারীও উৎসাহিত হয়ে নিজের স্বপ্নের কথা যোষেফকে বলল। ১৬-১৭ পদে, তার স্বপ্নের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা হল, সে ৩ ডালি রুটি প্রস্তুত করে মাথার করে নিয়ে যাচ্ছিল, সবথেকে উপরের ডালিতে ছিল ফরৌণের জন্য প্রস্তুত রুটি; কিন্তু পাখীরা তা খেয়ে ফেলল। সেই স্বপ্নের যে অর্থ যোষেফ সেদিন প্রকাশ করেছিল, তা হল, ৩ দিন পর, ফরৌণ সেই রুটিপ্রস্তুতকারীর দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করে, গাছে টাঙ্গিয়ে দেবেন, আর শকুনেরা তার মাংস খাবে (১৯ পদ)।

পানপাত্রবাহকের দেখা স্বপ্নের অর্থ প্রকাশ করার পর, যোষেফ তাকে একটি অনুরোধ করে: ***"বিনয় করি, যখন আপনার মঙ্গল হবে, তখন আমাকে স্মরণে রাখবেন। আমার প্রতি দয়া করে ফরৌণের কাছে আমার কথা বলে আমাকে এই কারাগার থেকে উদ্ধার করবেন"*** (১৪ পদ)। স্বপ্নের অর্থ যোষেফ নিজের ক্ষমতায় প্রকাশ করেনি। ঈশ্বরই তার কাছে সেই অর্থ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যে বিষয়টি আমাদের অবাক করে, তা হল, যে ঈশ্বর নিজে যোষেফকে দুটি স্বপ্ন দেখিয়েছেন, কিন্তু তাদের পূর্ণতার সামান্যতম ইঙ্গিত যোষেফ পায়নি, সেই যোষেফ কীভাবে পানপাত্রবাহকের স্বপ্নের অর্থ এত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করতে পারল? এর জন্য সেই কারাগার থেকে উদ্ধার পাবার প্রবল ইচ্ছা যথেষ্ট ছিল না; প্রকৃতপক্ষে, তার প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ঈশ্বরের সহবর্তীতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপলব্ধি যোষেফকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছিল।

যাইহোক, যোষেফের ব্যাখ্যা অনুসারে সেই পানপাত্রবাহক কারাগার থেকে উদ্ধার পেয়ে নিজের পদে পুনরায় নিযুক্ত হল। তা দেখে যোষেফ কী আশা করেছিল, তা নিশ্চয়ই আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারি। আমরা যদি তার জায়গায় হতাম, আমরা কী আশা করতাম? যখনই সেই কারাগারের দরজায় কোনও ব্যক্তির পায়ের শব্দ আমাদের কানে আসত, আমরা ভাবতাম, এইবার হয়ত রাজার লোক এসেছে, আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করা হবে, কারণ আমি যে বিনা দোষে এখানে কষ্টভোগ করছি, তার কথা নিশ্চয়ই সেই পানপাত্রবাহক রাজাকে বলেছে। কিন্তু বাস্তব বড়োই নিষ্ঠুর। অবশেষে, যোষেফ উপলব্ধি করল যে, পানপাত্রবাহক জেল থেকে উদ্ধার পাবার পর, যোষেফকে ভুলে গেছে (২৩ পদ)। এখন, তা দেখে যোষেফ সেই পানপাত্রবাহকের প্রতি যত না রুষ্ট হবে, তার থেকে বেশি ঈশ্বরের প্রতি চটে যেতে পারত। কারণ, যোষেফকে স্মরণ করতে কেবল ঈশ্বরই সেই পানপাত্রবাহককে পরিচালনা দিতে সক্ষম। সেই পরিস্থিতিতে যোষেফ হয়ত ঈশ্বরের কাছে চীৎকার করে এই কথা বলেছিল, *"প্রভু, আর কতকাল আমাকে এই কষ্ট ভোগ করতে হবে? আমি কি যথেষ্ট সহ্য করিনি? তুমি আর কতকাল আমাকে ভুলে থাকবে?"*

ঘ। ঈশ্বরের নিখুঁত পরিকল্পনা: পানপাত্রবাহক যদি কারাগার থেকে মুক্ত হয়েই যোষেফকে স্মরণ করত, তাহলে যোষেফ খুব তাড়াতাড়িই উদ্ধার পেত এবং অজস্র মানুষের মাঝে হারিয়ে যেতে পারত। ফলস্বরূপ, ফরৌণ স্বপ্ন দেখার পর, সেই স্বপ্নের অর্থ প্রকাশ করার সময় যখন উপস্থিতি হত, তখন যোষেফকে খুঁজে বের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করা হয়ত কঠিন হয়ে উঠত। আর তাই, সেই পানপাত্রবাহক কিছু কালের জন্য যোষেফকে ভুলে গেলেও, উপযুক্ত সময়ে যোষেফকে স্মরণ করতে চলেছে। ঈশ্বরই তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনায় তা সাধন করেছেন। তথাপি ঈশ্বরের সেই পরিকল্পনার কারণে যোষেফকে সেই কারাকূপে আরও ২ বৎসর কাটাতে হবে। যে কষ্ট তার ভোগ করার কথা নয়, সেই কষ্ট যোষেফকে ভোগ করতে হচ্ছে, কারণ তা তাকে আগামী দিনে অন্যদের নিশ্চিত মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে পরিচালনা দেবে (আগামী দুর্ভিক্ষ থেকে উদ্ধার)।

আমরাও কি যোষেফের ন্যায় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছি? দীর্ঘকাল ধরে প্রার্থনা করে চলেছি, আশা করে চলেছি, অপেক্ষা করে আছি, সহ্য করে চলেছি? তাঁর পরিকল্পনার পূর্ণতা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? মনে হচ্ছে, ঈশ্বর যেন আমাদের পরিত্যাগ করেছেন? আমরা যদি এমন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে চলি, আমাদের প্রয়োজন সেই সত্য উপলব্ধি করা যে, এমন কষ্টভোগের দ্বারা ঈশ্বর কেবল অন্যদের নয়, আমাদেরও মঙ্গল সাধন করে চলেছেন। রোমীয় ৫:৩-৫ পদে পৌল লিখেছে, ***"কিন্তু নানা প্রকার ক্লেশেও শ্লাঘা করছি। কারণ আমরা জানি ক্লেশ ধৈর্যকে, ধৈর্য পরীক্ষাসিদ্ধতাকে, এবং পরীক্ষাসিদ্ধতা প্রত্যাশা উৎপন্ন করে; আর প্রত্যাশা লজ্জাজনক নয়, যেহেতু আমাদের দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে সেচিত হয়েছে।"***

পৌলের জীবনে ক্লেশ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। কিন্তু সেই ক্লেশ পৌলের আশাকে নিভিয়ে দেবার পরিবর্তে ধৈর্যের মাধ্যমে প্রত্যাশা উৎপন্ন করেছে। আমরা কেবল বই পড়ে কখনও মারাথন প্রতিযোগী হতে পারি না, আমাদেরকে মাসের পর মাস ধরে ধৈর্য সহকারে কষ্টকর অনুশীলন করতে হয়। আমাদের চরিত্রও একইভাবে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার দ্বারা তৈরী হয়। ইস্হাকের জন্মের জন্য অব্রাহাম ও সারাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল, মোশি তার জীবনের ৩ ভাগের ১ ভাগ সময় মরুভূমিতে কাটিয়েছে, মাসের পর মাস ধরে শৌলের হাত থেকে রক্ষা পেতে দায়ূদ পালিয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু সেই সমস্ত কঠিন অভিজ্ঞতা আমাদেরই মঙ্গলের জন্য, যেমন যাকোব লিখেছে, ***"জেনো, তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা ধৈর্য সাধন করে"*** (যাকোব ১:২-৩)। মনে রাখব, তিনি কখনও আমাদের পরিত্যাগ করেন না, তাঁর মঙ্গল ও দয়া আমাদের জীবনে চিরকালের অনুচর (গীত ২৩:৬)।

আমরা যখন দীর্ঘ কষ্টভোগের মধ্যে সেই দস্যুর মতো চীৎকার করে বলি, ***"আমাকে স্মরণ করবেন"*** (লূক ২৩:৪২), তখন পবিত্র আত্মা সেই বিনতি অনুগ্রহ সিংহাসনের সামনে উপস্থিত করেন (রোমীয় ৫:৫)। আমরা যখন নিজেদের অনাথ চিন্তা করি, তখন পবিত্র আত্মা আমাদের আত্মার কাছে যে সাক্ষ্য দেন, তা হল, আমরা ঈশ্বরের সন্তান; আর যখন সন্তান, তখন দায়াদ, ঈশ্বরের দায়াদ ও খ্রীস্টের সহদায়াদ- যদি বাস্তবিক আমরা তাঁর সঙ্গে দুঃখভোগ করি, যেন তাঁর সঙ্গে প্রতাপান্বিতও হই (রোমীয় ৮:১৬-১৭)। তাই, পৌল এমন কথা বলতে পেরেছিল, ***"আমাদের প্রতি যে প্রতাপ প্রকাশিত হবে, তার সঙ্গে এই বর্তমানকালের দুঃখভোগ তুলনার যোগ্য নয়"*** (রোমীয় ৮:১৮)। কিন্তু আমাদের নিজেদের কোনও যোগ্যতার কারণে তিনি আমাদের স্মরণ করতে বাধ্য নন। আমাদের পাপের বেতন হল মৃত্যু, সেই রুটিপ্রস্তুতকারীর ন্যায় আমরা প্রত্যেকে গাছে ঝুলে মৃত্যুর যোগ্য। কিন্তু ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনায়, আমরা যাঁকে আমাদের স্মরণ করতে বলি, তিনি নিজে কেবল বিক্রিত ও অত্যাচারিত হননি, তাঁকে গাছে ঝোলানো পর্যন্ত হয়েছিল। কেন তাঁকে তা মুখ বন্ধ করে সহ্য করতে হয়েছিল? আমার পাপ তাঁকে পেরেকবিদ্ধ করেছিল, আমার পাপের ঋণ শোধ করার প্রয়োজন ছিল। হ্যাঁ, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি যখন নিজ রাজ্যে আসবেন, তিনি আমাদের স্মরণ করবেন এবং এই পৃথিবীর মাটিতে প্রতিদিন তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com